২০২৭ জানুয়ারি, বইমেলা সংখ্যার ধারাবাহিক

এক শহর, একের পর এক অপরাধ—নেপথ্যে কে সেই অদৃশ্য মাস্টারমাইন্ড? রহস্যের কেন্দ্রে অধ্যাপক একম মান। তাঁর আসল পরিচয় কী? সাগরিকা রায়ের গোয়েন্দা থ্রিলার

বাণগড়ের নির্জন নিকলসন হাউসে এক ভয়ংকর খুন! সন্দেহের তালিকায় চার বন্ধু। তদন্তে নামলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ শতরূপা মুখার্জি। খুনের নেপথ্যে কি নিকলসন হাউসের অন্ধকার অতীত? সুজিত বসাকের রহস্য

র-ত্রৈমাসিক

বিষয়: যুদ্ধ || ২০২৭ বইমেলা সংখ্যা

“চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান”—কাটিহারের ক্লাসরুম থেকে অরণির বিদ্রোহের শুরু। নকশালবাড়ি থেকে সাংবাদিকতা, আকাশবাণী থেকে পার্লামেন্ট, পিএমও আর হোম মিনিস্ট্রি—ইন্দিরা গান্ধী থেকে দশজন প্রধানমন্ত্রীর সময়ে বদলে যাওয়া ভারতের সাক্ষী সে। রাজনীতির পাশাপাশি প্রেম, সংসার ও সম্পর্কের টানাপোড়েন। দেবারুণ রায়ের কলমে রাজনৈতিক উপন্যাস।

সম্পাদক: অরুণাভ বিশ্বাস

প্রচ্ছদ: সুবিনয় কোনার **মুদ্রক:** প্রিন্ট-ও-প্রসেস, ১৫/৫, কে বি সরণী, মল রোড, দমদম, কলকাতা-৮০

সহ-সম্পাদক: শর্মিষ্ঠা নাথ, অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব **বাঁধাই :** শ্রীমা বাইন্ডিং

সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা: অপূর্বকুমার পাল **প্রকাশক:** লিইবার ফিয়েরা, এলএফ বুকস ইন্ডিয়া, দেবনাথ হাউস, কবি সুকান্ত রোড, নবপল্লী, বারাসত, কলকাতা-১২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

জনসংযোগ: সহেলী মুখোপাধ্যায়

বিপণন: নীলাভ বিশ্বাস, নীলাদ্রিশেখর মুখার্জি **এলএফ বুকস শোরুম:** স্টোরিকা, ১৮/১ সূর্য সেনও স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২

প্রচার-নিয়ন্ত্রণ: অলোক ব্যানার্জি **এলএফ বুকস আউটলেট:** সাহা বুক স্টল (জয়ন্ত সাহা) ১ নম্বর সূর্য সেন স্ট্রিটের বিপরীতে

প্রচার-সহায়তা: মৈনাক দাশগুপ্ত **অনলাইনে:** https://lfbooksindia.com

বানান সংশোধন: রিয়া মিত্র, পারমিতা গায়েন **হোয়াটসঅ্যাপ অর্ডার: 9073872878**

বিন্যাস: Nx Atelier মেইল: rawtroimasik@lfbooksindia.com

Raw Troimasik

SHAYTAN ISSUE ISBN: 978-93-49121-06-5

মূল্য: চারশো পঁচিশ টাকা

Published-by-Liber-Fieri-known-as-LF-Books India and promoted by Ree-Lee-Infotainment Media.

This Bengali trimonthly issue is jointly marketed and edited by Arunava Biswas

পত্রিকা সংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্ন এবং বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসাপ করুন ৯০৭৩৮৭২৮৭৮ নম্বরে

র-ত্রৈমাসিক

প্রথম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | পুজো সংখ্যা ২০২৬

বিষয় ‘শয়তান’ | বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা

সম্পাদকীয়

ছাব্বিশের শয়তানি

ক্যালেন্ডারের পাতায় এক, দুই, তিন… পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ—প্রতিটি সংখ্যা কেবল একটি দিনের পরিচয়। তাদের কারও মুখ নেই, স্মৃতি নেই, অনুভূতি নেই। অথচ মানুষের ইতিহাস কোনও কোনও সংখ্যার গায়ে এমন কিছু স্মৃতি লিখে দেয়, যা আর মুছে ফেলা যায় না। ছাব্বিশ তেমনই একটি সংখ্যা।

২৬ আগস্ট ২০২৬, যার ক্ষত এখনও জীবন্ত। নেপালের ভোটে কোশি নদী অঞ্চলে আছড়ে পড়ল ভয়াবহ হড়পা বান। নদীর স্রোতের সঙ্গে নেমে এল বিপুল কাদা, পাথর ও ধ্বংসাবশেষ। বিধ্বস্ত হল বিস্তীর্ণ এলাকা। নেপাল সরকারের প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে এল বিপুল সংখ্যক মৃতদেহ ও নিখোঁজের তথ্য। সংখ্যাটা কয়েক হাজার।ইতিহাসের পাতা উলটালে দেখা যায়, বছরের বিভিন্ন মাসের ২৬ তারিখে পৃথিবী সাক্ষী হয়েছে একের পর এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের। কোথাও কেঁপে উঠেছে মাটি, উত্তাল হয়েছে সমুদ্র, কোথাও মানুষেরই হাতে মানুষ, হত্যার শিকার। আবার কোথাও মানুষের তৈরি প্রযুক্তি, ভুল ও অহংকার মিলে সৃষ্টি করেছে এমন বিপর্যয়, যার অভিঘাত চলছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। তাহলে কি ২৬ সংখ্যা অভিশপ্ত? না, এমন কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। সংখ্যার কোনও শুভ বা অশুভ শক্তি নেই। প্রশ্নটা অন্যভাবে করা যায়—শয়তান কি সত্যিই কোনও তারিখে আসে? ১৯৩৯-এর ২৬ ডিসেম্বর। তুরস্কের এরজিনজান অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্প। মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয় অসংখ্য প্রাণ। মানুষ তখনও জানত না, পৃথিবীর বুকের গভীরে কী ভয়ংকর শক্তি জমে আছে। প্রকৃতির এই শয়তানকে মানুষ দেখতে পায় না।বহু বছর পরে, ২৬ মে ২০০৬-এ ইন্দোনেশিয়ার আবার কেঁপে উঠল মাটি। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারালেন। তুরস্ক থেকে ইন্দোনেশিয়া—ভাষা, মানুষ, সংস্কৃতি আলাদা। কিন্তু শয়তানরূপী বিপর্যয়ের সামনে মানুষ একইরকম অসহায়।তারপর এল ২৬ জানুয়ারি, ২০০১। ভারত তখন প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপনের প্রস্তুতিতে। জাতীয় পতাকা, কুচকাওয়াজ, দেশাত্মবোধের আবহের মধ্যেই হঠাৎ গুজরাটের মাটি কেঁপে উঠল। কচ্ছ ও ভুজ অঞ্চলে নেমে এল ভয়াবহ বিপর্যয়। মৃত্যু হাজার হাজার।কিন্তু সব শয়তান প্রকৃতির তৈরি নয়। কখনও মানুষ নিজেই তার জন্য দায়ী। ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬—চেরনোবিল। পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তারই এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াল চেরনোবিলের পারমাণবিক দুর্ঘটনা। শয়তান সবসময় শিংওয়ালা কোনও অদৃশ্য প্রাণী নয়। কখনও সে একটি ভুল সিদ্ধান্ত, কখনও উপেক্ষিত সতর্কবার্তা, আবার কখনও মানুষের অহংকার। ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩—মনে পড়ে বাম ভূমিকম্প। ইরানের বাম শহরে ৬.৬ মাত্রার ভূমিকম্পে মারা যায় প্রায় একত্রিশ হাজার মানুষ। কিংবা ২৬ জুলাই ২০০৫, মুম্বই। একদিনের বিপুল বৃষ্টিতে কার্যত থমকে গিয়েছিল ভারতের স্বপ্নের নগরী। ২৪ ঘণ্টায় ৯৪৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত—যা মুম্বইয়ের ইতিহাসে এক ভয়াবহ নজির। ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪। সুমাত্রার কাছে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর ভারত মহাসাগরের জল যেন হঠাৎ তার সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলেছিল। একের পর এক সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়েছিল ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ডসহ বহু দেশের উপকূলে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বদলে গিয়েছিল অগণিত মানুষের জীবন। প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের মৃত্যু বা নিখোঁজ হওয়ার সেই বিপর্যয় মানবসভ্যতার সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ।প্রকৃতির এই ভয়াবহতার মাঝে ২৬ নভেম্বর ২০০৮ আমাদের সামনে তুলে ধরে সম্পূর্ণ অন্য এক অন্ধকার। মুম্বই। এবার মাটি কাঁপেনি কিংবা সুনামিও হয়নি; মানুষই অস্ত্র তুলে নিয়েছিল মানুষের বিরুদ্ধে। ২৬/১১—ভারতের ইতিহাসে এক গভীর ক্ষত। মুম্বইয়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সমন্বিত সন্ত্রাসী হামলা শহরকে পরিণত করেছিল আতঙ্কের নগরে।

এখানেই হয়তো ‘শয়তান’ শব্দের সবচেয়ে ভয়ংকর অর্থটি সামনে আসে। ভূমিকম্প জানে না সে কাকে হত্যা করছে। সুনামি জানে না তার ঢেউয়ে কার ঘর ভাসছে। বৃষ্টি জানে না তার জলে কোন শিশুটি ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু যে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য মানুষকে হত্যা করে, তার হাতে মৃত্যু একটি দুর্ঘটনা নয়—একটি সিদ্ধান্ত। তাই শয়তানের মুখ যদি কোথাও সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে হয়তো তা মানুষের নিজের মুখই।

এই বিপর্যয়গুলো আমাদের সামনে বারবার সেই পুরোনো প্রশ্ন ফিরিয়ে আনে—ছাব্বিশ কেন বারবার? কেন ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যা, প্রযুক্তিগত বিপর্যয় থেকে সন্ত্রাস—এত ভয়াল দুর্ঘটনা একই সংখ্যার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে? উত্তর হয়তো খুব সাধারণ—এর কোনও অলৌকিক উত্তর নেই। বিপর্যয়ের একটি মুখ কল্পনা করে, অন্ধকারের একটি নাম দিতে চায়। সেই মুখের নামই হয়তো—শয়তান।

২৬ সেপ্টেম্বর, পুজোসংখ্যা

অরুণাভ বিশ্বাস

র-ত্রৈমাসিক
প্রথম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | পুজো সংখ্যা ২০২৬
বিষয় 'শয়তান' | বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা

সূচিপত্র

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	মৃত্যু দেবতার অভিশাপ	৫

সম্পূর্ণ উপন্যাস

সুশান্তকুমার বিশ্বাস	পাগল হাওয়া	৬৮
অরুণাভ বিশ্বাস	শয়তানি স্যাটায়ার	৩১৭

নিবন্ধ

পরমার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়	শয়তান ও ম্যাঞ্চেস্টারের শার্লক হোমস	২২
অর্ণব সাহা	শয়তানের অক্ষ ও এপস্টাইন আইল্যান্ড	২০৪
সৈকত নিয়োগী	নিৎশের রচনায় শয়তান, হিটলার এবং সাবিত্রী দেবী	২১৯
সৌমব্রত দাশগুপ্ত	দার্শনিকের শয়তান	২১০
হোমাগ্নি ঘোষ	বেড়ানোর বিচিত্র অভিজ্ঞতা	২৮৬
সৌম্য পাল	ষড়রিপু: শয়তানের বহুমাত্রিক রূপান্তর	৪৪
সৈকতপ্রসাদ রায়	ভ্লাড দ্য ইম্পেলার ও ড্রাকুলার জন্মকথা	৫৫
সুস্মিতা গোস্বামী	যাদের ওরা শয়তান বলেছিল	৬৪
অরিত চক্রবর্তী	যে দেবদূত মাথা নোয়ায়নি	৯২
দেবদত্ত চট্টরাজ	শয়তানের ইতিকথা	১০১
আলেখ্য রায়	শয়তান নির্মাণের রাজনীতি	১১১
অভীক দাস	লুসিফার	১২১
সৌমাল্য শীল	সরকারি কৌঁসুলী	১৩৫
অগ্নীশ্বর সরকার	আহরিমান ও মন্দের জন্মকথা	১৪৬
অদিপ রায়	শকুনি কি খলনায়ক?	১৫৭
সার্থক বসাক	শয়তানের ছদ্মবেশ	১৭৮
মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী	২৬৫
অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব	নাগালের বাইরে	১৬৫

র-ত্রৈমাসিক
প্রথম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | পুজো সংখ্যা ২০২৬
বিষয় 'শয়তান' | বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা

কাহিনি

যশোধরা রায়চৌধুরী	সেই শস্য অগণন মানুষের শব	২৯
অভিজিৎ চৌধুরী	ভারতবর্ষ	৩৮
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়	চার	৩১০
সংঘমিত্রা রায়চৌধুরী	মুক্তি	৪৮
মহুয়া সমাদ্দার	খুনির খুনি	৫৮
সৌমিত্র বিশ্বাস	অবয়ব	৯৫
সৌমিত্রি শংকর ঘোষ	দেরহাদুন ডেভিল	১০৪
রম্যাণী গোস্বামী	ডেভিল'স কিচেনের নৈশভোজ	১১৫
সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়	যন্ত্রণাশিল্পী	১২৪
পত্রলেখা নাথ	মুখ নয় মুখোশ	১৩৯
রাজীব রায় গোস্বামী	একটি খুনের অন্তরালে	১৫০
অভীক মোহন দত্ত	ঈশ্বরের ত্যক্ত ছায়া	১৫৯
রাখী নাথ কর্মকার	মুখোশ যখন	১৭৩
পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবারতি ও শয়তানগোত্র	১৮১
সৈকত মিত্র	জঙ্গলমহলের সূর্য	১৯০
অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়	যৌতুক	১৯৭
কৃষ্ণা বিশ্বাস	এখানে আকাশ নীল	২০১
রাধামাধব মণ্ডল	পেটের কালি	২০৭
সোনালী মুখোপাধ্যায়	সহবৃত্ত	২১৩
অরিজিৎ দেবনাথ	কালকূট	২২৩
চন্দন পুরকাইত	মুখোশের মায়াজাল	২৩০
সৌরভ মুখোপাধ্যায়	অনিষ্টের ছায়া	২৩৭
পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	এসেছিল সে বন্ধুর বেশে	২৪৭
জয় মণ্ডল	বনবিবির ছায়া	২৫১
পিনাকীরঞ্জন পাল	শয়তানের উত্তরাধিকার	২৫৮
স্থিতা সংস্থিতা	শয়তানের বিচার	২৬৯
রুমা ভট্টাচার্য	বিকৃতি	২৭৫
লিপিকর	ভাড়া	২৮০
মাখনলাল প্রধান	টাইগার প্রোজেক্ট	২৯৩
দিব্যেন্দু ঘোষ	রুমালের ফাঁস	২৯৭
হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	বর্বরিকের দৃষ্টি	৩০৩

অনুবাদ

মূল কাহিনি: হেক্টর হিউজ মুনরো
অনুবাদ: সহেলী মুখোপাধ্যায় অনধিকার প্রবেশকারী ২৮৩

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি: র-ত্রৈমাসিক পুজো সংখ্যায় (বিষয়: শয়তান) প্রকাশিত যে কোনো লেখার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল থাকলে তা সম্পূর্ণ কাকতালীয় ধরে নিতে হবে। বিশেষত বিভিন্ন কাহিনির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং সৃজনশীল সাহিত্যের অন্তর্গত।